## গোপাল বাগানে ঝড়

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আমার তো বয়স হলো সত্তর পেরিয়ে গেছি কবে...

মেঘে মেঘে চলে গেছে বেলা
সমস্ত রঙের খেলা শেষ করে স্বপ্নহীন ঘোলাটে দুচোখ
পৃথিবীটা বিবর্ণ ফ্যাকাসে
সবুজের ছোঁয়া নেই বসন্ত বিদায়।

আমার প্রেয়সী রঙ চটা আয়নার মতো
প্রতিবিম্বে নেই কোনও আগুনের ফুল
শূণ্যে মিলিয়ে গেছে সুরের মূর্ছনা।

আমার রক্তে গড়া আমার সন্তান
আদিম কিংশুক নিয়ে খেলা করে
চোখে মুখে অন্যএক ভাষা।
দিনের রোদ্দুরে আর রাতের জ্যোৎস্নায়
ভিন্ন দিগন্তে হাঁটে আমাকে আমার মতো ভাবতে পারে না।

বয়স অনেক হলো সত্তর পেরিযে গেছি কবে

গোলাপ বাগানে ঝড় আগুন লেগেছে
ভালবাসাহীন আমি একা পড়ে আছি
নিমফুলের গন্ধ মেঘে আমার রমনী চাঁদের কপাটে
কি যেন পোষ্টার সেঁটে হাঁকাস নীলাম।

বয়সের ভারে আমি শ্লথ ও স্থবির
মহা পরাক্রান্ত বুকে চলে তবু অনাদি সংগ্রাম।

## বাগানের মহীরুহরা

রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আসলে বাগানের ইচ্ছা আমার ছিলনা কোন দিনই।
বার্ধক্যে প্রবল বন্ধু স্বাস্থ্যকর জীবন সম্মত - ইত্যাদিত্যাদি
প্রগাঢ় বচন ঋদ্ধ উপদেশে স্ত্রী বশীভূত
আমিও বাগান করি - চারা বসাই; জল দিই।

সময়ের সাথে সাথে গাছ বাড়ে, পুত্রসুরক্ষায় দীর্ঘ হয়;
একটি সময়ে সে আমাকে ছাড়িয়ে বহু উঁচুতে
আকাশে নীলের সাথে কথা বলে স্বপ্ন ভাগ করে - হয়তো বা
স্বপ্নে সেও চলে যায় লাসভেগাসে কিম্বা হংকংএ

হঠাৎ প্রখর ঝড় একদিন ত্রস্ত তাকে কেড়ে নিতে আসে।
আমারই পালিত বৃক্ষ সংকটে ও বিপুল সংঘাতে
ঝুঁকে পড়ে, নত হয়, আমার সাহায্য নিতে
বারংবার কড়া নাড়ে - দরজা জানালায় আছড়ে ডাকে

বয়সের ধর্মে ন্যুব্জ আমি দেখি আকাশ বৃক্ষেরা নত হয়ে
ভোট চায় - ধর্মঘটও চায়